জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Daily Star

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

EMBEZZLEMENT OF TK 1,746CR

ACC files five cases against Crescent boss

STAFF CORRESPONDENT

The Anti-Corruption Commission yesterday filed five cases against 22 individuals, including Crescent Group Chairman MA Kader, for allegedly misappropriating about Tk 1,746 crore from the Janata Bank.

On January 30, Customs Intelligence and Investigation Directorate arrested Kader in connection with three separate cases filed with Chawkbazar Police Station in the capital over laundering Tk 919 crore.

Yesterday's cases were filed with the same police station.

Of the 22 accused, 15 are Janata Bank officials, including its former general managers Fakhrul Alam and Jakir Hossain.

SEE PAGE 2 COL 1

ACC files five cases against Crescent boss

FROM PAGE 1

Crescent Leather and Crescent Tanneries Managing Director Sultana Begum, Director Rezia Begum, Rimex Footwear Chairman Abdul Aziz, Managing Director Litul Jahan Mira, Rupali Composite Leatherware Director Samira Kader Nodi and Lexco Ltd Director Harun-or-Rashid have also been accused, officials said.

The ACC assistant directors Gulshan Anowar Prodhan and Niyamul Ahsan Gazi began an enquiry into the alleged financial irregularities in September 2018.

An ACC official said Crescent Leather Products Ltd misappropriated about Tk 500 crore, Crescent Tanneries about Tk 68.34 crore, Lexco Ltd about Tk 74.38 crore, Rupali Composite Leatherwear Ltd about Tk 454 crore and Remex Footwear Ltd about Tk 648 crore from Janata Bank's Imamganj Branch between 2015 and 2017.

After examining bank documents, the ACC officials found that the companies took money from the bank by submitting false information. But the bank officials did not properly scrutinise the documents submitted by the companies.

The ACC and CIID began their enquiries after a Bangladesh Bank report revealed last year that the Crescent group "skimmed" at least Tk 765 crore from the Janata Bank (JB) and the Bangladesh Bank (BB) between January 2017 and February 2018.

The total amount of loans taken by the Crescent Group from the JB was Tk 3,443 crore in October last year.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

ক্রিসেন্টের কাদের আজিজসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে পাঁচ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রায় সাড়ে ১৭০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের ও রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান এম এ আজিজসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছে বলে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা **এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪**

ক্রিসেন্টের কাদের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন। এর আগে গত সপ্তাহে দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পাঁচ মামলায় ১৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের এবং তার ভাই জাজ মাল্টিমিডিয়ার মালিক ও রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান এম এ আজিজ এবং জনতা ব্যাংকের ডিএমডি জাকির হোসেনসহ ২০ জনকে আসামি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচারের দায়ে মানিলন্ডারিং আইনে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের ও সরকারি ব্যাংকের দুই ডিএমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। চকবাজার মডেল থানায় দায়ের করা তিন মামলায় ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস, রিমেক্স ফুটওয়্যার ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৪২২ দশমিক ৪৬ কোটি টাকা, ৪৮১ দশমিক ২৬ কোটি টাকা ও ১৫ দশমিক ৮৪ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়। ওই তিন মামলার আসামিরা হলেন ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতানা বেগম মনি, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান আবদুল আজিজ ও এমডি লিটুল জাহান (মিরা), জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি (সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন জিএম) মো. জাকির হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি (তৎকালীন জিএম জনতা ব্যাংক লিমিটেড) ফখরুল আলম, জিএম মো. রেজাউল করিম, ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, এ কে এম আসাদুজ্জামান, মো. ইকবাল, এজিএম (সাময়িক বরখাস্ত) মো. আতাউর রহমান সরকার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. খায়রুল আমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. মগরেব আলী, প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সিনিয়র অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. সাইদুজ্জাহান, মো. মনিরুজ্জামান ও মো. আবদুল্লাহ আল মামুন। এ ঘটনায় ওই দিনই ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক প্রথম আলো

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

দুদকের পাঁচ মামলা দায়ের

ক্রিসেন্ট গ্রুপের জালিয়াতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রপ্তানি না করেও ভুয়া রপ্তানি বিলের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক থেকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা তুলে নেয় ক্রিসেন্ট গ্রুপ। এই টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২২ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব মামলায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের সাতজন ও জনতা ব্যাংকের ১৫ জন কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো করেন দুদকের সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, জাল কাগজপত্র তৈরি করে জালিয়াতি, যোগসাজশ, প্রতারণায় সহায়তা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলাগুলোতে ক্রিসেন্ট গ্রুপের সাত আসামি হলেন গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, পরিচালক সুলতানা বেগম ও রেজিয়া বেগম, রূপালী কম্পোজিট লেদারের পরিচালক সামিয়া কাদের, রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান আবদুল আজিজ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিটুন জাহান এবং লেসকো লিমিটেডের পরিচালক হারুন-অর-রশীদ। ১৫ ব্যাংকার হলেন জনতা ব্যাংকের তৎকালীন দুই মহাব্যবস্থাপক ফখরুল আলম (বর্তমানে কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি) ও জাকির হোসেন (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি), উপমহাব্যবস্থাপক রেজাউল করিম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি), মুহাম্মদ ইকবাল, এ কে এম আসাদুজ্জামান ও কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, এজিএম আতাউর রহমান সরকার এবং এস এম শরীফুল ইসলাম, এসপিও খায়রুল আমিন, বাহারুল আলম ও মাগরেব আলী, অফিসার ইন চার্জ (এক্সপোর্ট) মোহাম্মদ রুহুল আমিন, সিনিয়র অফিসার ইন চার্জ সাইদুজ্জামান, মনিরুজ্জামান ও আবদুল্লাহ আল মামুন।

এজাহারে ক্রিসেন্ট লেদারের বিরুদ্ধে ৫০০ কোটি ৬৯ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯৯ টাকা, ক্রিসেন্ট ট্যানারির বিরুদ্ধে ৬৮ কোটি ৩৪ লাখ ৯৫ হাজার ১২০ টাকা, লেসকো লিমিটেডের বিরুদ্ধে ৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ১৫ হাজার ৩৫৯ টাকা, রূপালী কম্পোজিট লেদারের বিরুদ্ধে ৪৫৪ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৩৮৪ টাকা এবং রিমেক্স ফুটওয়্যারের বিরুদ্ধে ৬৪৮ কোটি ১২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৭ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ক্রিসেন্ট গ্রুপের ঋণ জালিয়াতি

কাদের-আজিজসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে দুদকের পাঁচ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জনতা ব্যাংক থেকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএ কাদের এবং তার ভাই জাজ মাল্টিমিডিয়ার মালিক ও রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান এমএ আজিজসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের সহকারী পরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে ঢাকার চকবাজার থানায় গতকাল মামলাগুলো করেন। জনতা ব্যাংকের ১৩ কর্মকর্তাকেও মামলার আসামি করা হয়েছে।

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এমএ কাদের

এমএ আজিজ

ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান কাদের ও তার ভাই আব্দুল আজিজ ছাড়াও মামলার অন্য আসামিরা হলেন রূপালী কম্পোজিট লেদারওয়্যার লিমিটেডের পরিচালক সামিয়া কাদের নদী, ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্টস লিমিটেডের পরিচালক সুলতানা বেগম, পরিচালক রেজিয়া বেগম, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিটুন জাহান মীরা ও লেক্সকো লিমিটেডের পরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ।

জনতা ব্যাংকের আসামিরা হলেন ব্যাংকটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো. মনিরুজ্জামান, মো. সাইদুজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমীন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. মাগরেব আলী, মো. খায়রুল আমিন, বাহারুল আলম, এজিএম মো. আতাউর রহমান সরকার, এসএম শরীফুল ইসলাম, ডিজিএম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি) মো. রেজাউল করিম, ডিজিএম মুহাম্মদ ইকবাল, একেএম আসাদুজ্জামান, কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, ডিএমডি মো. জাকির হোসেন ও ডিএমডি ফখরুল আলম।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা রফতানি না করে জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া নথিপত্র দেখিয়ে রফতানি ঋণ সুবিধার আওতায় জনতা ব্যাংক থেকে ওই অর্থ তুলে পরস্পর যোগসাজশে আত্মসাৎ করেছেন। ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্টস লিমিটেডের নামে ৫০০ কোটি ৬৯ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯৯, ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের নামে ৬৮ কোটি ৩৪ লাখ ৯৫ হাজার ১২০, লেক্সকো লিমিটেডের নামে ৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ৯৫ হাজার ৩৫৯, রূপালী কম্পোজিট লেদারওয়্যার লিমিটেডের নামে ৪৫৪ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৩৮৪ ও রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের নামে ৬৪৮ কোটি ১২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৭ টাকা জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা থেকে তুলে আত্মসাৎ করেন তারা।

এদিকে গত ৩০ জানুয়ারি ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং আইনে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএ কাদের ও জনতা ব্যাংকের দুই ডিএমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। মামলা দায়েরের দিনই ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এমএ কাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া ক্রিসেন্ট গ্রুপের কাছ থেকে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি উদ্ধারে পাঁচটি মামলা করেছে জনতা ব্যাংকও। গ্রুপের পাঁচ প্রতিষ্ঠানের

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

কাদের-আজিজসহ ২২ জনের

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে টাকা প্রথম অর্থঋণ আদালতে জনতা ব্যাংকের পক্ষে লোকাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক মামলাগুলো করেন। চারটি মামলায় প্রধান বিবাদী করা হয়েছে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএ কাদেরকে। অন্য মামলার প্রধান বিবাদী হলেন এমএ কাদেরের ছোট ভাই এবং রিমেক্স ফুটওয়্যার ও জাজ মাল্টিমিডিয়ার চেয়ারম্যান মো. আব্দুল আজিজ।

মামলার অন্য বিবাদীরা হলেন এমএ কাদেরের মা রেজিয়া বেগম, স্ত্রী সুলতানা বেগম মনি, কন্যা সামিয়া কাদের নদী, আব্দুল আজিজের স্ত্রী লিটুল জাহান মীরা ও লেক্সকো লিমিটেডের পরিচালক হারুন-অর-রশীদ। এসব মামলার মধ্যে রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের কাছে ১ হাজার ১৩৪ কোটি ৯ লাখ, রূপালী কম্পোজিট লেদারওয়্যার লিমিটেডের কাছে ৯২৩ কোটি ৫৯ লাখ, ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্টস লিমিটেডের কাছে ৮৯৪ কোটি ৯২ লাখ, লেক্সকো লিমিটেডের কাছে ৪৪৬ কোটি ২৬ লাখ ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের কাছে ১৭৩ কোটি ৫১ লাখ টাকা দাবি করা হয়েছে। ব্যাংকের কাছে প্রতিষ্ঠানগুলোর জামানত থাকা বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রি করে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য এসব মামলা করা হয়েছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

জনতা ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতি

ক্রিসেন্ট গ্রুপের কাদেরসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

■ সমকাল প্রতিবেদক

জালিয়াতি করে জনতা ব্যাংকের এক হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের কর্ণধার এমএ কাদেরসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান গতকাল রোববার রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো করেন। মামলার ২২ আসামির মধ্যে ক্রিসেন্ট গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক সাতজন ও জনতা ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তা রয়েছেন।

মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, জাল কাগজপত্র তৈরি করে জালিয়াতি, পরস্পর যোগসাজশ, প্রতারণায় সহায়তা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। ক্রিসেন্ট গ্রুপভুক্ত পাঁচটি কোম্পানিই ওই পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত।

মামলার আসামি ক্রিসেন্ট গ্রুপের সাত মালিক হলেন– ক্রিসেন্ট লেদার ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ক্রিসেন্ট গ্রুপের কাদেরসহ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

প্রোডাক্টসের চেয়ারম্যান এমএ কাদের, পরিচালক সুলতানা বেগম, রেজিয়া বেগম, রূপালী কম্পোজিট লেদার ওয়্যারের পরিচালক সামিয়া কাদের নদী, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান আবদুল আজিজ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিটুন জাহান মীরা এবং লেসকো লিমিটেডের পরিচালক হারুন-অর-রশীদ।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যে আসামি করা হয়েছে ১৫ জনকে। তারা হলেন– জনতা ব্যাংকের নোট প্রস্তুতকারী এসও আবদুল্লাহ আল মামুন, পরীক্ষণকারী এসও মো. মনিরুজ্জামান, সুপারিশকারী এসও মো. সাইদুজ্জামান, পিও মোহাম্মদ রুহুল আমীন, এসপিও (এক্সপোর্ট) ও অফিসার ইনচার্জ মাগরেব আলী, এসপিও ও ব্যবস্থাপক (ফরেন এক্সচেঞ্জ) খায়রুল আমিন, এজিএম আতাউর রহমান সরকার, ঋণ অনুমোদনকারী ডিজিএম রেজাউল করিম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি), শাখা প্রধান ডিজিএম মুহাম্মদ ইকবাল, ডিজিএম একেএম আসুদুজ্জামান, ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, জিএম জাকির হোসেন (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি), জিএম ফখরুল আলম (বর্তমানে কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি), প্রধান কার্যালয়ের এসপিও বাহারুল আলম এবং ব্যাংকের এজিএম এসএম শরীফুল ইসলাম।

দুদক সূত্র জানায়, ওই পাঁচ মামলায় আসামির সংখ্যা ৮৩ জন হলেও এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সংখ্যা ২২ জন। অনিয়ম, দুর্নীতির তথ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে একই ব্যক্তিকে একাধিক মামলায় আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে ক্রিসেন্ট লেদারের বিরুদ্ধে ৫০০ কোটি ৬৯ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯৯ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। ক্রিসেন্ট ট্যানারির বিরুদ্ধে ৬৮ কোটি ৩৪ লাখ ৯৫ হাজার ১২০ টাকা, লেসকো লিমিটেডের ৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ৯৫ হাজার ৩৫৯ টাকা, রূপালী কম্পোজিট লেদারের ৪৫৪ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৩৮৪ টাকা এবং রিমেক্স ফুটওয়্যারের বিরুদ্ধে ৬৪৮ কোটি ১২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৭ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়।

মামলার এজাহারে আরও বলা হয়, রপ্তানি বিল কেনার ক্ষেত্রে প্রথম লেনদেনের আগে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। এ ছাড়া বিক্রয় চুক্তির সঠিকতা নিশ্চিত হওয়া, তিন মাস অন্তর ক্রেতার ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহসহ কয়েকটি শর্ত পালন করতে হয়। কিন্তু জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখায় এসব নির্দেশনা পালন করা হয়নি।

এর আগে ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের এমএ কাদেরসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আলাদা তিনটি মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। গত ৩০ জানুয়ারি মানি লন্ডারিং আইনে মামলাগুলো দায়ের করা হয়। ওই দিনই কাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে আছেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক যুগান্তর
পৃষ্ঠা নং ঃ প্রথম

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

11 FEB 2019

ঋণের নামে জনতা ব্যাংকের ১৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ

ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিরুদ্ধে দুদকের পাঁচ মামলা

যুগান্তর রিপোর্ট

ঋণের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের দায়ে ক্রিসেন্ট গ্রুপের পাঁচ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় জনতা ব্যাংকের ডিএমডিসহ ১৫ কর্মকর্তা এবং ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান ও পাঁচ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাতজনসহ ২২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিরুদ্ধে দুদকের পাঁচ মামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রোববার রাজধানীর চকবাজার মডেল থানায় দুদকের সহকারী পরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান মামলাগুলো করেন। দুদকের পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন অনুসন্ধান কাজ তদারক করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, রফতানি বিল ক্রয় প্রক্রিয়ায় (ফরেন ডকুমেন্ট বিল পার্সেস বা এফডিবিপি) জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা থেকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকা ক্রিসেন্টের পাঁচটি প্রতিষ্ঠান হাতিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্ট ৫০০ কোটি ৭০ লাখ, ক্রিসেন্ট ট্যানারি ৬৮ কোটি, লেসকো ৭৫ কোটি, রূপালী কম্পোজিট ৪৫৪ কোটি এবং রিমেক্স ফুটওয়্যার ৬৪৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়।

আসামির তালিকায় ডিএমডিসহ ১৫ ব্যাংক কর্মকর্তা

ক্রিসেন্টের পাঁচ প্রতিষ্ঠানের ২২ আসামি

গ্রুপের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়েরও অভিযোগ

আসামিদের মধ্যে রয়েছেন— ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ, ক্রিসেন্ট লেদার ও রূপালী কম্পোজিট, লেদারওয়্যারের চেয়ারম্যান এমএ কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তার স্ত্রী সুলতানা বেগম, রূপালী কম্পোজিটের পরিচালক ও এমএ কাদেরের মেয়ে সামিয়া কাদের নদী, রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান ও এমএ কাদেরের ভাই আবদুল আজিজ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আবদুল আজিজের স্ত্রী লিটুল জাহান মির, ক্রিসেন্ট লেদারের পরিচালক রেজিয়া বেগম এবং মেসার্স লেজকো লিমিটেডের পরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ।

জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তারা হলেন— তৎকালীন ব্যাংকের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার এবং বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) মো. ফখরুল আলম, তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ঢাকা দক্ষিণ ও বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি মো. জাকির হোসেন, তৎকালীন ব্যাংকের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ডিজিএম এবং বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া রয়েছেন— নোট প্রস্তুতকারী সিনিয়র অফিসার মো. আবদুল্লাহ আলম মামুন, পরীক্ষণকারী সিনিয়র অফিসার মো. সাইদুজ্জামান, সুপারিশকারী প্রিন্সিপ্যাল অফিসার মো. রুহুল আমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার মো. মগরেব আলী, মো. খায়রুল আমিন, এজিএম আতাউর রহমান, অনুমোদনকারী ডিজিএম মো. রেজাউল করিম, মোহাম্মদ ইকবাল, একেএম আসাদুজ্জামান, জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার বাহারুল আলম এবং প্রধান কার্যালয়ের এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার এসএম শরীফুল ইসলাম।

অন্যদিকে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএ কাদের ও তার স্ত্রীসহ মালিকপক্ষের সাতজন এবং ব্যাংকের জিএম থেকে নোট প্রস্তুতকারী কর্মকর্তা পর্যন্ত ১৫ জনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেয়েছে দুদক। এ ২২ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করার প্রমাণ মিলেছে। ইতিমধ্যে তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

মামলার তথ্য অনুযায়ী, ক্রিসেন্ট গ্রুপের রফতানি বিল কিনে নিয়েছে জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা। নিয়ম অনুসারে আগাম টাকার প্রয়োজনে কোনো রফতানিকারক পণ্য রফতানির পর এ সংক্রান্ত সব কাগজপত্র জমা দিয়ে ব্যাংকের কাছে টাকা চাইতে পারে। এক্ষেত্রে ওই ব্যাংক বিল কিনে নিয়ে রফতানিকারককে ৯০ শতাংশ টাকা পরিশোধ করার বিধান রয়েছে। ব্যাংকিংয়ের ভাষায় এ প্রক্রিয়াকে 'ফরেন ডকুমেন্ট বিল পার্সেস (এফডিবিপি)' বলে। তবে এফডিবিপির ক্ষেত্রে অবশ্যই ১২০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে টাকার পরিশোধে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মাধ্যমে ব্যাংককে শতভাগ নিশ্চিত হতে হয়— বিলের টাকা পাওয়া যাবে। আর এ প্রক্রিয়ার (এফডিবিপি) মাধ্যমেই ক্রিসেন্ট গ্রুপ টাকা নিয়েছে। এক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড শিপিং লাইন এবং ইউরো এশিয়া শিপিং লাইনের নামে ভুয়া কাগজপত্র বানিয়ে ব্যাংকে দাখিল করা হয়েছে। হংকং, থাইল্যান্ড ও দুবাইতে নিবন্ধিত সান পল লেদার ক্র্যাফট, বায়ো লি ডা ট্রেডিং কর্পোরেশন, মার্চেন্ট ট্রেড গ্যারান্টি কর্পোরেশন কোম্পানি, ব্রাইট বিউ জেনারেল ট্রেডি নামে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিল দাখিল করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক ডকুমেন্ট নেয়া হয়েছে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ার এক্সিও ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠান থেকে। এ ব্যাংক থেকে ২২১টি এলসি ইস্যু করা হয়েছে। তবে আদৌ এ সংক্রান্ত কোনো এলসি খোলা হয়েছে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

সূত্র জানায়, এ ঋণের ক্ষেত্রে ক্রিসেন্ট গ্রুপ বেশ কয়েকটি আইনের তোয়াক্কা করেনি। রফতানি বিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানে সন্তোষজনক ক্রেডিট রিপোর্ট জরুরি। আর প্রথম লেনদেনের আগে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু এ নির্দেশনাও মানেনি জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা। ফলে নিয়মবহির্ভূতভাবে ক্রিসেন্টকে একটি বিলের বিপরীতে ৩৪৭ কোটি ৫৩ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে।

মামলার এজাহারে আরও বলা হয়, অসৎ উদ্দেশ্যে বিশ্বাসভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জাল-জালিয়াতির আশ্রয়ে রফতানি না করেও ভুয়া এফডিবিপি ডকুমেন্ট ও প্যাকিং ক্রেডিট দিয়েছে ক্রিসেন্ট গ্রুপ। এ প্রক্রিয়ায় গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা দিয়েছে জনতা ব্যাংক। ফলে এটি আত্মসাৎ বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত। এ কারণে আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করা হয়।

মামলায় বলা হয়, ক্রিসেন্ট গ্রুপের টাকা পাচারের ক্ষেত্রে ব্যাংকের যেসব দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— দেশের বাইরের ব্যাংকের সঙ্গে এলসি খোলার সময় ওই ব্যাংক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কিনা তা যাচাই করেনি জনতা ব্যাংক। আর রফতানি চুক্তিতে কোনো সাক্ষীর স্বাক্ষর নেই, যা আন্তর্জাতিক আইনে গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া এফডিবিপি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর যাচাই করা হয়নি। জনতা ব্যাংকের নীতিমালায় ত্রুটিপূর্ণ বিল ক্রয় না করার নিয়ম থাকলেও সেটি মানা হয়নি। বিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমদানিরকারকের এক্সেপ্টেন্স (সম্মতি) বাধ্যতামূলক থাকলেও সেটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। ব্যাংকের ডকুমেন্টের সঙ্গে রিলেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন না থাকায় সুইফট মেসেজ বিনিময়ের শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে।

এর আগে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচারের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। ওই মামলায় সম্প্রতি কোম্পানির চেয়ারম্যান এমএ কাদের গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এ ঘটনায় বিচারের মাধ্যমে আর্থিক সুশাসনের নজির স্থাপন করা উচিত। জানতে চাইলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফ আইইউ বা আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট) প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান যুগান্তরকে বলেন, এটি আইনি ব্যাপার। বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে তদন্ত করতে পারলেও মামলা করার আইনি ক্ষমতা নেই। দুদকসহ অন্য প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আইন অনুসারে মামলা করবে এটাই স্বাভাবিক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক মানবজমিন
পৃষ্ঠা নং ঃ প্রথম

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

১৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ

ক্রিসেন্টের এমডিসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার: জনতা ব্যাংক থেকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৬ লাখ ৭৯ হাজার টাকা আত্মসাতের

অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের এম এ কাদের ও মো. আব্দুল আজিজসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে পৃথক পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো করা হয় বলে জানান সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা *পৃষ্ঠা ২ কলাম ১*

:019 www.hawkerbd.com/bank/janata/subscriber/news_details_print.php?news_id=273486

মানবজমিন [প্রথম পাতা] 11/02/2019

১৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ

ক্রিসেন্টের এমডিসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

জনতা ব্যাংক থেকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৬ লাখ ৭৯ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের এম এ কাদের ও মো. আব্দুল আজিজসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে পৃথক পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো করা হয় বলে জানান সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা
প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য।

মামলায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, তার ভাই জাজ মাল্টিমিডিয়ার মালিক ও রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল আজিজ, ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঁচ পরিচালক এবং ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে। এম এ কাদের ও আব্দুল আজিজ ছাড়া মামলার অন্য আসামিরা হলেন- রূপালী কম্পোজিট লেদার লিমিটেডের পরিচালক সামিয়া কাদের নদী, ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্ট লিমিটেডের পরিচালক সুলতানা বেগম, পরিচালক রেজিয়া বেগম, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিটুন জাহান মীরা ও মেসার্স লেক্সকো লিমিটেড পরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ। এছাড়া জনতা ব্যাংকের যেসব কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে তারা হলেন- ব্যাংকটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো. মনিরুজ্জামান, মো. সাইদুজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমীন, সিনিয়ার প্রিন্সিপাল অফিসার মো. মাগরেব আলী, মো. খায়রুল আমিন, বাহারুল আলম, এজিএম মো. আতাউর রহমান সরকার, এস এম শরীফুল ইসলাম, ডিজিএম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি) মো. রেজাউল করিম, ডিজিএম মুহাম্মদ ইকবাল, এ কে এম আসাদুজ্জামান, কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, ডিএমডি মো. জাকির হোসেন ও ডিএমডি ফখরুল আলম।

মামলায় বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে রপ্তানি না করে ভুয়া নথিপত্র দেখিয়ে এফডিবিপি ও প্যাকিং ক্রেডিট বাবদ ওই অর্থ জনতা ব্যাংক থেকে রপ্তানি ঋণ সুবিধা নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্ট লিমিটেডের নামে ৫০০ কোটি ৬৯ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯৯ টাকা, ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের নামে ৬৮ কোটি ৩৪ লাখ ৯৫ হাজার ১২০ টাকা, লেক্সকো লিমিটেডের নামে ৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ৯৫ হাজার ৩৫৯ টাকা, রূপালী কম্পোজিট লেদারওয়্যার লিমিটেডের নামে ৪৫৪ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৩৮৪ টাকা ও রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের নামে ৬৪৮ কোটি ১২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৭ টাকা জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা থেকে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করে। এর আগে গত ৩০শে জানুয়ারি ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচারের দায়ে মানিলন্ডারিং আইনে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের ও সরকারি ব্যাংকের দুই ডিএমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলা করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

চকবাজার মডেল থানায় করা ৩ মামলায় ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস, রিমেক্স ফুটওয়্যার ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৪২২.৪৬ কোটি টাকা, ৪৮১.২৬ কোটি টাকা ও ১৫.৮৪ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।
ওই তিন মামলায় আসামিরা হলেন- ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতানা বেগম মনি, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল আজিজ ও এমডি লিটুল জাহান (মিরা), জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি (সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন জিএম) মো. জাকির হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি (তৎকালীন জিএম জনতা ব্যাংক লিমিটেড) ফখরুল আলম, জিএম মো. রেজাউল করিম, ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, এ কে এম আসাদুজ্জামান, মো. ইকবাল, এজিএম (সাময়িক বরখাস্ত) মো. আতাউর রহমান সরকার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বারখাস্ত) মো. খায়রুল আমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. মাগরেব আলী, প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সিনিয়র অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. সাইদুজ্জাহান, মো. মনিরুজ্জামান ও মো. আবদুল্লাহ আল মামুন। এ ঘটনায় ওই দিনই ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জনতা ব্যাংকের ১৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতে ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রফতানি বিলের বিপরীতে জনতা ব্যাংক থেকে এক হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৬ লাখ ৭৯ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের এম এ কাদের ও এম এ আজিজসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে পৃথক পাঁচটি মামলা করেছে দুদক। রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো দায়ের করা হয়। এর আগে গত সপ্তাহে দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে ওই মামলাগুলোর অনুমোদন দেয়া হয়। দুদক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মামলায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, তার ভাই জাজ মাল্টিমিডিয়ার মালিক ও রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো: আব্দুল আজিজ, ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঁচ পরিচালক এবং ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে।

অন্য আসামিরা হলেন- রূপালি কম্পোজিট লেদার লিমিটেডের পরিচালক সামিয়া কাদের নদী, ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্ট লিমিটেডের পরিচালক সুলতানা বেগম, পরিচালক রেজিয়া বেগম, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিটুন জাহান মীরা ও মেসার্স লেক্সকো লিমিটেড পরিচালক মো: হারুন-অর-রশীদ।

এ ছাড়া, জনতা ব্যাংকের যেসব কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে তারা হলেন- জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো: মনিরুজ্জামান, মো: সাইদুজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমীন, সিনিয়ার প্রিন্সিপাল অফিসার মো: মাগরেব আলী, মো: খায়রুল আমিন, বাহারুল আলম, এ জি এম মো: আতাউর রহমান সরকার, এস এম শরীফুল ইসলাম, ডিজিএম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি) মো: রেজাউল করিম, ডিজিএম মুহাম্মদ ইকবাল, এ কে এম আসাদুজ্জামান, কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, ডিএমডি মো: জাকির হোসেন ও ডিমডি ফখরুল আলম।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা যোগসাজশে রফতানি না করে ভুয়া নথিপত্র দেখিয়ে এফডিবিপি ও প্যাকিং ক্রেডিট বাবদ ওই অর্থ জনতা ব্যাংক থেকে রফতানি ঋণ সুবিধা নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন।

এজাহারে বলা হয়, ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্ট লিমিটেডের নামে ৫০০ কোটি ৬৯ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯৯ টাকা, ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের নামে ৬৮ কোটি ৩৪ লাখ ৯৫ হাজার ১২০ টাকা, লেক্সকো লিমিটেডের নামে ৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ৯৫ হাজার ৩৫৯ টাকা, রূপালী কম্পোজিট লেদারওয়্যার লিমিচেডের নামে ৪৫৪ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৩৮৪ টাকা ও রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের নামে ৬৪৮ কোটি ১২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৭ টাকা জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা থেকে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করে।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচারের দায়ে মানিলন্ডারিং আইনে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের ও সরকারি ব্যাংকের দুই ডিএমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলা দায়ের করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর।

চকবাজার মডেল থানায় দায়ের করা তিন মামলায় ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস, রিমেক্স ফুটওয়্যার ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ ১১ পৃ: ৪-এর কলামে

জনতা ব্যাংকের ১৭৪৫ কোটি

৩য় পৃষ্ঠার পর

লিমিটেডের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৪২২.৪৬ কোটি টাকা, ৪৮১.২৬ কোটি টাকা ও ১৫.৮৪ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ওই তিন মামলায় আসামিরা হলেন- ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতানা বেগম মনি, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ ও এমডি লিটুল জাহান (মিরা), জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি (সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন জিএম) মো: জাকির হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি (তৎকালীন জিএম জনতা ব্যাংক লিমিটেড) ফখরুল আলম, জিএম মো: রেজাউল করিম, ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, এ কে এম আসাদুজ্জামান, মো: ইকবাল, এজিএম (সাময়িক বরখাস্ত) মো: আতাউর রহমান সরকার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বারখাস্ত) মো: খায়রুল আমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো: মগরেব আলী, প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সিনিয়র অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো: সাইদুজ্জাহান, মো: মনিরুজ্জামান ও মো: আবদুল্লাহ আল মামুন।

এ ঘটনায় ওই দিনই ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

গ্রুপ ও ব্যাংকের ২২ জনের বিরুদ্ধে আত্মসাৎ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রপ্তানি বিলের বিপরীতে জনতা ব্যাংক থেকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৬ লাখ ৭৯ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২২ জনের বিরুদ্ধে আলাদা পাঁচটি মামলা দায়ের করেছে দুদক। গতকাল রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো দায়ের করেন দুদকের উপপরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান।

এর আগে গত সপ্তাহে দুদক কার্যালয়ে মামলাগুলো অনুমোদন দেওয়া হয়। মামলায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের আসামিরা হলেন- গ্রুপটির চেয়ারম্যান এমএ কাদের, জাজ মাল্টিমিডিয়ার মো. আব্দুল আজিজ, ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঁচ পরিচালক সামিয়া কাদের নদী, সুলতানা বেগম, রেজিয়া বেগম, লিটুন জাহান মীরা ও মো. হারুন-অর-রশীদ।

'জনতা ব্যাংকে ক্রিসেন্ট কেলেঙ্কারি'

জনতা ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তা হলেন- ব্যাংকটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো. মনিরুজ্জামান, মো. সাইদুজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমীন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. মাগরেব আলী, মো. খায়রুল আমিন, বাহারুল আলম, এজিএম মো. আতাউর রহমান সরকার, এসএম শরীফুল ইসলাম, ডিজিএম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি) মো. রেজাউল করিম, ডিজিএম মুহাম্মদ ইকবাল, একেএম আসাদুজ্জামান, কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, ডিএমডি মো. জাকির হোসেন ও ডিএমডি ফখরুল আলম।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে রপ্তানি না করে ভুয়া নথিপত্র দেখিয়ে এফডিবিপি ও প্যাকিং ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

গ্রুপ ও ব্যাংকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ক্রেডিট বাবদ ওই অর্থ জনতা ব্যাংক থেকে রপ্তানি ঋণ সুবিধা হিসেবে নিয়ে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন। এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচারের দায়ে মানিলন্ডারিং আইনে ক্রিসেন্টের এমএ কাদের ও ব্যাংকের দুই ডিএমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক ভোরের কাগজ তারিখ : 11 FEB 2019

১৭০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ

জাজ মিডিয়ার আজিজসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কাগজ প্রতিবেদক : প্রায় সাড়ে ১৭০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের ও রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান জাজ মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের মালিক এম এ আজিজ এবং সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি জাকির হোসেনসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে পৃথক পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রবিবার রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো দায়ের করেন দুদকের সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান। এর আগে দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে প্রতিবেদন দাখিলের পর গত সপ্তাহে মামলাগুলো অনুমোদন দেয় দুদক।

এম এ কাদের

আব্দুল আজিজ

দুদকের অনুসন্ধান সূত্র বলছে, ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে বিদেশে পণ্য রপ্তানি দেখিয়ে জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ করপোরেট শাখা থেকে ১ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। পরে ওই অর্থ দুবাই, থাইল্যান্ড, ইতালি ও সিঙ্গাপুরে পাচার করা হয়। দুদকের সহকারী পরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অনুসন্ধান শুরু হয়। তার সঙ্গে ছিলেন সহকারী পরিচালক মো. নিয়ামুল আহসান গাজী। অনুসন্ধান তদারকি করেন সংস্থাটির পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন।

দুদকের পাঁচ মামলায় আসামিরা হলেন– ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টের পরিচালক সুলতানা বেগম মনি, রেজিয়া বেগম,

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

জাজ মিডিয়ার আজিজসহ

● প্রথম পাতার পর

রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ, এমডি লিটুল জাহান (মিরা), মেসার্স লেক্সকো লিমিটেডের পরিচালক হারুন-অর-রশীদ ও রূপালী কম্পোজিট লেদার ওয়্যার লিমিটেডের পরিচালক সামিয়া কাদের নদী। জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি (সোনালী ব্যাংকের সাবেক জিএম) মো. জাকির হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি (সাবেক জিএম জনতা ব্যাংক লিমিটেড) ফখরুল আলম, জিএম মো. রেজাউল করিম, ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, এ কে এম আসাদুজ্জামান, মো. ইকবাল, এজিএম (সাময়িক বরখাস্ত) মো. আতাউর রহমান সরকার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. খায়রুল আমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. মগরেব আলী, প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সিনিয়র অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. সাইদুজ্জাহান, মো. মনিরুজ্জামান, মো. আবদুল্লাহ আল মামুন, এসপিও বাহারুল আলম ও এজিএম এস এম শরীফুল ইসলাম। এ ঘটনায় গত ৩০ জানুয়ারি ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচারের দায়ে মানিলন্ডারিং আইনে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের ও সরকারি ব্যাংকের দুই ডিএমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। চকবাজার মডেল থানায় দায়ের করা ৩ মামলায় ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস, রিমেক্স ফুটওয়্যার ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৪২২ দশমিক ৪৬ কোটি, ৪৮১ দশমিক ২৬ কোটি ও ১৫ দশমিক ৮৪ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক কালের কণ্ঠ
পৃষ্ঠা নং ঃ ১৯৮

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

১৭০০ কোটি টাকা
গায়েবের ৫ মামলা

ক্রিসেন্টের কাদেরসহ আসামি ২০

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

এক হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের এবং রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান এম এ আজিজসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রবিবার রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো করা হয়েছে বলে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রণব কুমার ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। গত সপ্তাহে দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে মামলাগুলো অনুমোদন দেওয়া হয়। এম এ কাদের এরই মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

এর আগে ৩০ জানুয়ারি ৯১৯ কোটি

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

ক্রিসেন্টের কাদেরসহ আসামি ২০

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচারের দায়ে মুদ্রাপাচার আইনে এম এ কাদের এবং সরকারি ব্যাংকের দুই ডিএমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

চকবাজার মডেল থানায় দায়ের করা তিন মামলায় ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্টস, রিমেক্স ফুটওয়্যার ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৪২২ কোটি ৪৬ লাখ টাকা, ৪৮১ কোটি ২৬ লাখ টাকা ও ১৫ কোটি ৮৪ লাখ টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়।

ওই তিন মামলায় আসামিরা হলেন ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতানা বেগম মনি, রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ ও এমডি লিটুল জাহান (মিরা)। এ ছাড়া ব্যাংক কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন, ফখরুল আলম, মো. রেজাউল করিম, কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, এ কে এম আসাদুজ্জামান, মো. ইকবাল, মো. আতাউর রহমান সরকার, মো. খায়রুল আমিন, মো. মগরেব আলী, মুহাম্মদ রুহুল আমিন, মো. সাইদুজ্জাহান, মো. মনিরুজ্জামান ও মো. আবদুল্লাহ আল মামুনকে আসামি করা হয়েছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সংবাদ

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

১৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ

২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহক হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা ঋণ দেয়া এবং সেই ঋণের টাকা উত্তোলন করে পাচারের মাধ্যমে আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জনতা ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তা এবং ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৭ জনসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ক্রিসেন্ট গ্রুপের ক্রিসেন্ট লেডার প্রোডাক্ট লি., ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লি., লোসকো লি. রুপালি কম্পোজিট লেদারওয়ার লি. রিমেক্স ফুটওয়ার লি. নামে ক্রিসেন্ট গ্রুপের এ ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে মামলাগুলো করা হয়। দুদকের সহকারী পরিচালক ও অনুসন্ধান কর্মকর্তা গুলশান আনোয়ার বাদী হয়ে গতকাল দুপুরের পর রাজধানীর চক বাজার থানায় মামলাগুলো করেন। এর আগে একই ঘটনায় শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর বাদী হয়ে ১৭ জনকে আসামি করে পৃথক ৩টি মামলা করেছেন। বড় ধরনের ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় অনুসন্ধানের ৫ মাসের মধ্যে এ মামলাটি করেছে। দুদকের অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, ঋণ খেলাপি থাকা সত্ত্বেও ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ঋণ দেয়া এবং সেই ঋণের টাকা আত্মসাৎপূর্বক বিদেশে পাচারের অভিযোগে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তদন্ত শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত ২ এর পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হাসানের তত্ত্বাবধায়নে সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানকে টিম লিডার করে এবং সহকারী পরিচালক মো. নিয়ামুল আহসান গাজীকে সদস্য করে দুই সদস্যের

২২ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

২২ : জনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুসন্ধান টিম গঠন করে কমিশন। অনুসন্ধান শেষে কমিশনের অনুমোদন পেয়ে ৫ মাসের মধ্যে দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে ক্রিসেন্ট গ্রুপের ঋণ গ্রহণকারী ৫ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৭ জন এবং জনতা ব্যাংকের ১৫ জনসহ মোট ২২ জনের বিরুদ্ধে গতকাল রাজধানীর চকবাজার থানায় পৃথক ৫টি মামলা করেন।

দুদক সূত্র জানায়, ঋণ খেলাপি হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত জনতা ব্যাংকের গ্রাহক ক্রিসেন্ট গ্রুপকে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই জনতা ব্যাংকের একটি গ্রুপ ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এ ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে জনতা ব্যাংকের যেসব কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে তারা হলেন নোট প্রস্তুতকারী জনতা ব্যাংকের এসও আবদুল্লাহ আল মামুন, পরীক্ষণকারী মো. মনিরুজ্জামান, ঋন সুপারিশকারী এসও মো. সাইদুজ্জামান, পিও অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ রুহুল আমীন, এসপিও মো. মাগরেব আলী, ব্যবস্থাপক খায়রুল আমিন এজিএম মো. আতাউর রহমান সরকার, সাবেক ডিজিএম রেজাউল করিম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি), শাখা প্রধান মুহাম্মদ ইকবাল, একেএম আসাদুজ্জামান, প্রধান কার্যালয়ের ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, সাবেকে জিএম মো. জাকির হোসেন (বর্তমানে ডিএমডি, সোনালী ব্যাংক লি.) এবং ফখরুল আলম, (বর্তমানে ডিএমডি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লি.) এজিএম এসএম শরিফুল ইসলাম এবং সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার বাহারুল আলম।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

ক্রিসেন্ট গ্রুপ ও জনতা ব্যাংকের ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও পরিচালকসহ সাতজন এবং জনতা ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাজধানীর চকবাজার থানায় পাঁচটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার দুদকের সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে মামলাগুলো করেন। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে এক হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৬ লাখ ৭৯ হাজার টাকার আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিরা হলেন ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টের চেয়ারম্যান এমএ কাদের, পরিচালক সুলতানা বেগম, রেজিয়া বেগম, করিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. আবদুল আজিজ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিটুন জাহান মীরা, রূপালী কম্পোজিট লেদার ওয়্যার লিমিটেডের পরিচালক সামিয়া কাদের নদী, লেক্সকো লিমিটেডের পরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ, জনতা ব্যাংকের এসও (নোট প্রস্তুতকারী) আবদুল্লাহ আল মামুন, এসও (পরীক্ষণকারী) মনিরুজ্জামান, এসও (সুপারিশকারী) সাইদুজ্জামান, পিও অফিসার ইনচার্জ-এক্সপোর্ট (সুপারিশকারী) মোহাম্মদ রুহুল আমীন, এসপিও অফিসার ইন চার্জ-এক্সপোর্ট (সুপারিশকারী) মাগরেব আলী, এসপিও ব্যবস্থাপক ফরেন এক্সচেঞ্জ (সুপারিশকারী) খায়রুল আমিন, এজিএম (সুপারিশকারী) আতাউর রহমান সরকার, ডিজিএম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি) রেজাউল

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম-৬

ক্রিসেন্ট গ্রুপ ও জনতা

● শেষ পৃষ্ঠার পর

করিম, ডিজিএম (শাখা প্রধান) মুহাম্মদ ইকবাল, একেএম আসাদুজ্জামান, ডিজিএম (জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয়) কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, ডিএমডি (বর্তমানে সোনালী ব্যাংক লি.) মো. জাকির হোসেন, জিএম (বর্তমানে ডিএমডি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লি.) কখরুল আলম, এসপিও জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয় বাহারুল আলম এবং এজিএম এএসএম শরীফুল ইসলাম।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক ইত্তেফাক
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 11 FEB 2019

১৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ

ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রপ্তানি না করেও ভুয়া রপ্তানি বিলের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক থেকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, তার ভাই জাজ মাল্টিমিডিয়ার মালিক ও রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল আজিজসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে পৃথক পাঁচটি মামলা করেছে দুদক। গতকাল রবিবার রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলাগুলো করা হয়েছে। মামলায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের মোট ৭ জন এবং জনতা ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে।

কাদের ও আজিজ ছাড়া অন্য পাঁচ আসামি হলেন— রূপালী কম্পোজিট লেদারের পরিচালক সামিয়া কাদের নদী, ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টের পরিচালক সুলতানা বেগম, পরিচালক রেজিয়া বেগম, রিমেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিটন জাহান মীরা ও মেসার্স লেক্সকো লিমিটেডের পরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ। এছাড়া জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো. মনিরুজ্জামান, মো. সাইদুজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমীন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. মাপরেব আলী, মো. খায়রুল আমিন, বাহারুল আলম, এজিএম মো. আতাউর রহমান সরকার, এস এম শরীফুল ইসলাম, ডিজিএম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি) মো. রেজাউল করিম, ডিজিএম মুহাম্মদ ইকবাল, এ কে এম আসাদুজ্জামান, কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, ডিএমডি মো. জাকির হোসেন ও ডিএমডি ফখরুল আলম।

পাঁচ মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা যোগসাজশে রপ্তানি না করে ভুয়া নথিপত্র দেখিয়ে এফডিবিপি ও প্যাকিং ক্রেডিট বাবদ ক্রিসেন্ট গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠান জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছে। ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টের নামে ৫০০ কোটি ৬৯ লাখ টাকা, ক্রিসেন্ট ট্যানারিজের নামে ৬৮ কোটি ৩৪ লাখ ৯৫ টাকা, লেক্সকোর নামে ৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ৯৫ হাজার টাকা, রুপালী কম্পোজিট লেদারওয়্যারের নামে ৪৫৪ কোটি ১০ লাখ টাকা ও রিমেক্স ফুটওয়্যারের নামে ৬৪৮ কোটি ১২ লাখ টাকা জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা থেকে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। দুদক কর্মকর্তারা বলছেন, রপ্তানি বিল কেনার ক্ষেত্রে প্রথম লেনদেনের আগে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। এ ছাড়া বিক্রয় চুক্তির সঠিকতা নিশ্চিত হওয়া, তিন মাস অন্তর ক্রেতার ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহসহ কয়েকটি শর্ত পালন করতে হয়। কিন্তু জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখায় এসব নির্দেশনা পালন করা হয়নি।